রবীন্দ্রনাথের রাজতন্ত্র

দীপেন্দু চক্রবর্তী

রাজতন্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো তত্ত্ব রেখে যান নি যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে জায়গা করে নিতে পারে। কিন্তু তঁারবেশ কিছু নাটকে রাজা চরিত্রটি এতটাই জায়গা করে আছে যে মনে হয় তিনি ইচ্ছে করলেই রাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটি তত্ত্ব নির্মাণ করে যেতে পারতেন। তিনি তো আর শেক্সপীয়রের মতো প্রচলিত টিউডর ধারণা নিয়ে বৃটিশ রাজাদের মঞ্চে আনেন নি। তিনিতাঁর রাজাদের গড়েছেন নিজস্ব এক নৈতিক চেতনা থেকে, যার সঙ্গে ঐতিহাসিক রাজতন্ত্রের মিল নেই। তা ছাড়া, দুটি বাদ দিলে তাঁর নাটকের রাজারা প্রায় সবাই কাল্পনিক, এবং সে - কারণেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার চেয়ে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা - ভাবনায় ভর দিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর রাজার ভাবমূর্তি। এ রাজার আগ্রহ নেই বংশানুক্রমিক রাজ্যশাসনে, এমন - কি রাজ্য বিস্তারেও তাঁর অনীহা, তিনি রাজতন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণাকে উল্টে দিয়ে সিংহাসন ছেড়ে জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে চান, তাই তিনি সন্ন্যাসীর মতো সর্বত্যাগী; তাঁকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান তিনি যীশুর মতো শত্রুকে মিত্র করে তোলেন, তিনি প্রকৃতি প্রেমিক, এবং সংগীত ও সাহিত্যের পথ ধরে রাজনীতি কারাগার থেকে বেরিয়ে ঋিপ্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। বার বার এই ধরনের আচরণ ও কথায় রবীন্দ্রনাথের রাজারা যে - শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেন তা ইউটোপিয়ান হলেও রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে তার গুত্ব লোপ পায় না। প্লেটোর রিপাব্লিক নিয়ে যদি এখনো আলোচনা হয় তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শায়িত রাজতন্ত্রই বা আলোচ্য হবে না কেন? এ কথাঅবশ্যই স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বটি প্রবন্ধকারে পরিবেশিত হয় নি, রূপায়িত হয়েছে নাটকে, এবং নাটকের দাবি মেনেই তার ভাব ও যুক্তির সেই সংহতি ঘটে নি যা দার্শনিক বয়ানে অপরিহার্য। শচীন্দ্রনাথ সেন -বিরচিত ‘পলিটিক্যাল ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তকটির প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করে দিয়েছিলেন, ‘রাষ্ট্রনীতির মতো কোনো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি--- জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।’ তাঁর নাটকে বিধৃত রাজতান্ত্রিক চিন্তা - ভাবনাও নানান খাতে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো তা একটি সংহত কাঠামোর মধ্যে ঘোরা ফেরা করে নি। তবে এ পরিবর্তনশীল চিন্তন-প্রক্রিয়া বক্ররেখায় চালিত হলেও তাঁরই ভাষায় একটি ‘ঐক্যসূত্র’ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

তাঁর নাটকে দু-রকমের রাজা পাশাপাশি থাকে সাধারণত একজন ক্ষমতালোভী, অন্যজন জনদরদী। ‘বিসর্জন’ ও ‘প্রায়শ্চিত্ত’ দুটি নাটকের ঘটনাই ঐতিহাসিক। কিন্তু দুটি নাটকেই রাজশক্তির প্রাধান্য থাকলেও ‘বিসর্জনের’ রাজা বলিদানের মতো ধর্মীয় কু-প্রথা রদ করার জন্য তাঁর প্রতিপক্ষ পুরোহিত রঘুপতিকে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেন। একদিকে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে পুরোহিততন্ত্রের দাপট, তার মাঝে রাজা গোবিন্দ মানিক্য একা লড়াই করেন ধর্মসংস্কারের জন্য। ফরাসি নাট্যকার অ্যানুই রচিত বেকেটের মতো এখানে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত থাকলেও মূল লড়াইটা ধর্ম ও রাজনীতির নয়। লড়াইটা ধর্মান্ধতা ও বিশুদ্ধ ধর্মের মধ্যে, তাই মৃন্ময়ী দেবীর বিসর্জন হলেও চিন্ময়ীদেবী ফিরে আসেন। কিন্তু তা ঘটে রাজার ধর্মীয় চেতনার তাগিদেই। টি এস্ এলিয়ট ‘মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল’ নাটকে রাজা হেনরিকে মঞ্চে আনেন নি, বেকেটের সঙ্গে তাঁর লড়াইটা ব্যক্তিগত নয়, লড়াইটা রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে। এখানে ধর্মের হয়ে ঘোষণা করে ধর্মযাজক শহীদ হন, ঈশ্বরের লীলার কাছে রাজনীতি পরাজিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘বিসর্জনে’ রাজাই ধর্মরক্ষা করেন,

এবং গোঁড়া হিন্দু পুরোহিতও পরিশেষে আত্মসংশোধনের সুযোগ পান। বোধ হয় 'বিসর্জন' নাটক থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই রাজার ধারনাটা শুধু তৈরি করতে থাকেন যিনি রাজশক্তি ব্যবহার করেন শুধু, মানবকল্যাণের জন্য। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেগো বিন্দমানিক্যের মুখে তারই স্পষ্ট বিবৃতি আছে, যদিও 'বিসর্জন' নাটক থেকে তা বাদ গেছে--- 'তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র বলিয়া স্কন্ধে বহন করো--- এ যে করে সে-ই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক। যে ব্যক্তি 'সকল লোককে' আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা।' উপন্যাসের নক্ষত্ররায় এই আদর্শের বিপরীত। তাঁর রাজত্বের পরিণাম দুর্ভিক্ষ। মিথ্যা অপবাদে গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন, দীনবেশে রাজাকে দেখে মোগল সেনাদের বিদ্রূপ, ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামের নক্ষত্র রায়ের আবাহন - এ - সব ঘটনাতেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ রাজার ধারণাটিকে ত্যাগ করেন নি। ইতিহাসের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার চেয়েও এই আদর্শটিকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজাকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপেও গড়ে তুলেছেন ('রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই - শারদোৎসব)। তাঁর এই আদর্শ প্রতাপাদিত্যের মতো প্রতাপশালী রাজার অন্তরেও একবার উঁকি দিয়ে যায়--- 'বৈরাগী, আমার এক - একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো--- আমার এই রাজ্যটা কিছু না।' ভাবা যায় এই রাজাই তাঁর পুত্রের অযোগ্যতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহশাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়?' (বউ - ঠাকুরানীর হাট)। উদয়াদিত্যের অযোগ্যতা, তিনি ছেলেবেলা থেকেই প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। মেকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থটিতে যোগ্য শাসককে সিংহ ও শৃগাল হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'অযোগ্য' রাজাই কখনো সিংহ হন (প্রতাপাদিত্য) আবার কখনো শৃগালের মতো ধূর্ত হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন (রাজবেশী কাঞ্চী - রাজা), কিন্তু কখনই রাজার এই ভূমিকা দুটি নৈতিক সমর্থন পায় না। তাঁর রাজা রাজ্যবিস্তারের অভিলাষকে প্রশ্রয় দেন না, বরং তা ঘৃণা করেন "রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয় (ঋণশোধ)।" রবীন্দ্রনাথের 'সত্যকার রাজা' হলেন তিনি যিনি সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে না পাঠিয়ে শারদোৎসবের কাজে লাগিয়ে দেন।

ইতিহাসের রাজারা রবীন্দ্রনাথের চোখে 'সত্যকারের রাজা' নন। তাই শেক্সপীয়রের মতো তিনি ইতিহাসের রাজাদের নিয়ে একের পর এক নাটক লিখে যান নি। শেক্সপীয়র রাজসভার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বৃটিশ রাজতন্ত্রের বিবর্তন ও বিকাশের গুণকীর্তন করেছেন। নাট্যকার হিসেবে তিনি রাজপ্রসাদ ও রাজনীতির নানান দ্বন্দ্ব, জটিলতা, ক্ষমতার লড়াই - এর নানান রূপ, ইত্যাদির নাটকীয়তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী রাজতন্ত্রের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। তাঁর কাছে 'সত্যকারের রাজা' পঞ্চম হেনরি, যিনি যৌবনে বন্ধুদের নিয়ে নানান অ - রাজকীয় কাজকর্ম করলেও রাজা হবার পর সম্পূর্ণ বদলে যান। তখন ফলস্টাফের মতো বন্ধুকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, পথে পথে ঘুরে বেড়ানো যুবরাজ সিংহাসনের গরিমায় পথের সহজ জীবনটা ভুলে যাবেনই, কেন - না সেটাই রাজধর্ম। রাজ্যশাসনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আবেগ বাধা সৃষ্টি করলে তাকে দমন করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের'সত্যকারের রাজা' সিংহাসন ছেড়ে পথে নামেন, এবং পথের মানুষজনের একজন হয়ে যান। এ রাজা জনতার রাজা, জনতার প্রতিনিধি। আবার তিনি ঈশ্বরের মতন সর্বত্র বিরাজমান (রাজা), যদিও তাঁকে দেখা যায় না। একই সঙ্গে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দুটি স্তরেই তিনি জনমানসের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট। প্রতীকী অর্থে এ যেন গণতন্ত্রেরই আদর্শরূপ। রাজা শাসক হয়েও জনতার দ্বারা শাসিত। বিভিন্ন নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও প্রজার সম্পর্ককে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। এই সম্পর্কটা প্রেমময় ঈশ্বর ও ভক্তের মতো, যে নরনারায়ণের পালা। এই সম্পর্কের জোরেই প্রজার মধ্যেও রাজা আছে (ঠাকুরদার উক্তি --- রাজা), রাজাও প্রজাদের একজন, কেন - না তিনি যে সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। তিনি সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেন। তিনি সবাইকে মান দেন এবং সে মান আপনি ফিরে পান। আক্ষরিক অর্থে তা সম্ভব নয়, তবে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সুশাসক অবশ্যই এমন ব্যবস্থা নিতে পারেন যাতে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয়। নাগরিকেরাও যদি শাসককে আপনজন মনে করে তবে তারাও তাঁর শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে। আদর্শ রাষ্ট্র তো এমনই, এবং আদর্শ বলেই তার তা

ত্ত্বিক গুত্ব ঐতিহাসিক বাস্তবতার চেয়ে বেশি। ইউটোপিয়ান বলে এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করা কঠিন নয়, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে ইউটোপিয়ার একটা বড়ো জায়গা আছে, এবং তা আধুনিক ডিস্টোপিয়ার ধাক্কায় চুরমার হয়ে যায় নি।সব - পেয়েছির দেশ বাস্তব না হলেও মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম ক্ষমতার অবদান হিসেবে আমাদের আকর্ষণ করে। কার্ল ম ার্কসের রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজ এখনো স্বপ্ন হয়েই আছে, তবু এই স্বপ্নের প্রয়োজনটা ফুরিয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের র াজতন্ত্র ভাববাদী বস্তুবাদীনয়, কিন্তু আদর্শমাত্রই একটি ভাববাদী অবস্থান, তাই মার্কসীয় অর্থেও শোষণহীন সমাজ নানান পরীক্ষা - নিরীক্ষার পরও আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে। তৎসত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্বের তো শেষকৃত্য হয় নি, সুতরাং রবীন্দ্রনাটকে যে - রাজতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো পাওয়া যায় তা ভাববাদী হলেও বাতিল হয়ে যায় না ।শাসক ও শ াসিতের মধ্যে দূরত্ব যতই বাড়ে ততই বেড়ে যায় সামাজিক অকল্যাণের সম্ভাবনা। এই দূরত্ব রচনা করে রাজার অম াত্যগণ, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমলারা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন কখনো কখনো রাজা এই জনবিচ্ছিন্ন র াজমহিমার কারাগারে বন্দি। 'রক্তকরবীর' রাজা এরকমই। তাঁকে দেখা যায় না প্রথমে, অনেকটা 'রাজা' নাটকের মতো। তিনি মানুষকে তাঁর লোভ ও অহংকারের শিকার হিসেবে দেখেন। নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ তাঁকে পরিশেষে অ াত্মবিশ্লেষণে বাধ্য করে। তাঁর শেষ লড়াই ঘুরে যায় নিজের বিদ্ধে। নন্দিনীর হাতে হাত রেখে এই লড়াই দেয় তাঁকে মুক্তি। তবে রাজার অহমিকা ও প্রতাপের চেয়েও বড়ো শত্রু সর্দারের দল। তারাই রাজাকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। রাজ ার মুক্তি তাই সম্পূর্ণ হয় যখন তিনি এই সর্দারদের বিদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর মন্তব্য, ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।' একটি প্রচলিত ধারণাকে তাত্ত্বিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, জমিদার ভালো, নায়েব খারাপ, যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে জনমানসে দ্রুত প্রসারিত হয়, এবং বহুকাল ধরে বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রে জনপ্রিয়তা বজ ায় রাখে।

বোধ হয় এইখানে রবীন্দ্রনাথের রাজা রূপকের জাল ছিঁড়ে সমকালীন বাস্তবতাকে স্পর্শ করে। রাজার নিজের বিদ্ধে লড় াই করাটা এক মহৎ দর্শনের পরিণতি, কিন্তু নিজের অপরাধের জন্য পুরোপুরি সর্দারদের দায়ী করাটা একটি জনপ্রিয় সংস্ক ারকে বৈধতা দান করা। তবু মানতেই হয় রাজধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে - তাত্ত্বিক বয়ান আমরা পাই তাতে রাজ ার পদস্খলনে আমাত্যবর্গের একটি গুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রায়শই উল্লেখিত হয় এই কারণে যে রাজার ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের ক াছে একটি মহৎ ধারণা। এতটাই মহৎ যে তা কলঙ্কিত হতে পারে শুধু বাহ্যিক কোনো শক্তির সংস্পর্শে এসে। 'রাজা' ন াটকের রাজা কুৎসিত হলেও সুন্দর, তার অন্ধকার জগত থেকেই আলো উৎসারিত হয়। এ যেন ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া। এই আধ্যাত্মিক ধারণাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বন্দি হয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করে 'রক্তকরবীতে'। অতএব মানবজাতির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্দি রাজার মুক্তিও জড়িত। রক্তমাংসের রাজার মূর্তিগড়া নাট্যকার রবীন্দ্রনাথেৰ অভিপ্রেত নয়; শেক্সপীয়রের খ্য াপা রাজা লীয়রকে বাস্তবে দেখা না মিললেও নাটকের পরিসরে তাঁকে খুব চেনা লাগে,যে কারণে বলা হয়, বৃদ্ধ মানুষ ম াত্রই যেন লীয়র। এই লীয়রও রাজ্য হারিয়ে বুঝতে পারেন ক্ষমতার অর্থহীনতা। শুধু তাই নয়, ঝড়ে র রাতে একজন অর্ধনগ্ন বিকৃতমস্তিষ্ক ভিখিরিকে দেখে তিনি উপলব্ধি করেন সত্যকারের মানুষ কতটা নির্ভার। লীয়র তাঁর রাজপোষাক ছিঁড়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হতেই পারেন, যেহেতু শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলি সে অ ামলে অবশ্য পাঠ্য ছিল। কিন্তু স্মরণ করা উচিত, লীয়র ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, তাই টিউডর রাজতন্ত্রের কীর্তন এখানে অব ান্তর, বরং মানবতার সংজ্ঞাটি রাজার ধারণাটিকে ম্লান করে দেয়। শেক্সপীয়রের নাটকে রাজমুক্তির এই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় হলেও রাজা মারা যান যন্ত্রণাদগ্ধ রক্তমাংসের মানুষের মতো। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে রাজা একটি অ াইডিয়া, তার রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজন হয় না,এবং সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজা ট্র্যাজিক নায়ক হতে পারে না। 'রাজা ও রানী', 'মুক্তধারা', 'মালিনী' নাটকে বিয়োগান্তক পরিণতি থাকলেও, এই বিয়োগব্যথাকে ছাড়িয়ে যায় নৈতিকতার জয়। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে প্রকৃতই ভারতীয় নাট্যকার, কেন - না তিনি সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি নামক নাট্যরূপকে গুত্ব দেন নি। তিনি বরং রাজারআদর্শরূপকে একরকম 'ডিভাইন কমেডির' আকারে উপস্থিত করেছেন, যেখানে শাসক - শাসিত নানান জটিলতার মধ্যেও মুক্তির পথ খুঁজে পায় এক আ ত্মিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে যে - বন্ধনের কথা রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও মানুষের ক্ষেত্রে বার বার উচচারণ করেছেন তাঁর কবিতায় ও গানে।

প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এতগুলো নাটকে বার বার রাজমহিমার কথা বলছেন কেন? তিনি কি বৃটিশরাজের কাছে প্রজাশাসনের একটা মডেল তুলে ধরতে চাইছেন? তিনি কি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতাদের কাছে প্রকৃত মুক্তির একটা বার্তা পাঠাচ্ছেন? 'মুক্তধারায়' যন্ত্রদানবের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে প্রাণ দেয় যে - সে কুড়নো ছেলে হলেও রাজপুত্র হিসেবে পালিত। 'তাসের দেশের' মতো অচলায়তনে নবচেতনার হাওয়া আনা যে সেও একজন রাজপুত্র, এবং লক্ষণীয়, সে আসছে পশ্চিম দিক থেকে সাগর পেরিয়ে। শুধু তাই নয়, এ রাজপুত্র আসে এক সদাগর বন্ধুকে নিয়ে, এবং ঘোষিত উদ্দেশ্য বাণিজ্য হলেও আসল কর্মসূচি হল উন্নত সভ্যতার পথ দেখানো পিছিয়ে - থাকা দেশকে। এ যেন শেক্সপীয়রের 'দ্য টেম্পেস্ট নাটকের প্রত্যুত্তর। জাদু নিয়ে নয়, বলপ্রয়োগ করে নয়, শুধু মিষ্টি কথায় একটা গোটা জাতিকে বদলে দেওয়া যায়। আবার অন্যদিকে নন্দিনীর মতো একজন সাধারণ জনপ্রতিনিধিটি(কারণ সে রাজকুমারী) শুধু তর্ক করে রাজার হৃদয় - পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ জনতার মুক্তি ও কল্যাণে কখনো শাসক ও কখনো শাসিতকে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসতে হবে। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন ইংরেজ শাসক ও স্বাধীনতাকামী ভারতীয় নেতাদের। তাঁরা কি এ সব কথা আদৌ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন? সভ্যতার সংকট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীও কি তেমন সাড়া জাগাতে পেরেছে? কালের যাত্রায় রাজা হারিয়ে গেছে, তবে রাজনীতিটা নিজের গতিতেও চলছে। মার্কসেরচেয়ে মিশেল ফুকোর ক্ষমতার তত্ত্ব অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এখন, অন্তত অ্যাকাডেমিকদের কাছে। এরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী রাজ-ভাবনার তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজন কতটুকু, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

উত্তর একটাই বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসক - শাসিতের সম্পর্কটা যেরকম যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে তাতে রবীন্দ্রনাথের রাজতন্ত্র অনেকাংশই আমাদের গণতন্ত্রকে হয়তো খানিকটা শিক্ষাদান করতে পারে। হয়তো।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com